বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

ভায়েরা আমার,

আজ, দুঃখভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় - আজ ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার আত্ম অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম?

নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো। এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ (২৩) বচ্ছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ (২৩) বচ্ছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। উন্নিশ্‌শো বায়ান্ন (১৯৫২) সালে রক্ত দিয়েছি। উন্নিশ্‌শো চুয়ান্ন (১৯৫৪) সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। উন্নিশ্‌শো আটান্ন (১৯৫৮) সালে আইয়ুব খাঁন মার্শাল ল' জারি করে ১০ বচ্ছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। উন্নিশ্‌শো ছেষট্টি (১৯৬৬) সালে ছয় (৬) দফার আন্দোলনের সাত-ঐ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। উন্নিশ্‌শো ঊনসত্তুরের (১৯৬৯) আন্দোলনে আইয়ুব খাঁনের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খাঁন সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন, দোষ কি আমাদের? আজকে তিনি, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি; আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি পাক - শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, পনেরোই (১৫) ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। তিনি মাইন্যা নিলেন। আমরা বললাম ঠিক আছে আমরাএসেম্বলিতে বসবো। আমরা আলাপ আলোচনা করবো। আমি বললাম - বক্তৃতার মধ্যে - এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ নেয্যো কথা বলে,

আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও, একজন যদিও সে হয় তাঁর নেয্যো কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে আলাপ করলাম| আপনারা আসুন বসি, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নছাড় করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।

তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ (৩৫) জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপুর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ কে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙ্গালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তাঁরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এ কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন। আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিশত্রু আক্রমণ করে, তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য। তারপরে উনি বললেন যে, আমার নামে বলেছেন আমি নাকি বলে, স্বীকার করেছি যে দশ (১০)-ঐ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দিবার চাই, আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খাঁন সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কীভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন - আমি এই কথা বলেছিলাম। আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর.টি.সি.? কার

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে বসবো? আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

আমি পরিষ্কার মিটিং এ বলেছি, যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

পঁচিশ (২৫) তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ (১০) তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আর.টি.সি.-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকেদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবোনা। এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা ... এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারিনা। জনগণ সেই অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার, তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে, কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যন্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবেনা। রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভার্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবেনা। আঠাইশ (২৮) তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে, সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার

ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবেনা। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবেনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবেনা।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছায়ে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। শোনেন মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি -নন বাঙ্গালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙ্গালি রেডিও স্টেশনে যাবেননা। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙ্গালি টেলিভিশনে যাবেননা। দুই (২) ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাঁদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে, এক পয়সাও চালান হতে পারবেনা। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙ্গালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েননা। জীবনে আর কোনদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবেনা। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাইভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে । সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামিলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।